প্রকল্প পরিচিতি

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Hindu Religious Welfare Trust
Established - 1983

প্রকল্প পরিচিতি

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

উপদেষ্টা:

মোঃ আনিছুর রহমান

সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদক:

রঞ্জিত কুমার দাস

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

সহযোগিতায়:

সৌরেন্দ্র নাথ সাহা

(উপসচিব)

উপ প্রকল্প পরিচালক

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

কাকলী রাণী মজুমদার

সহকারী প্রকল্প পরিচালক (পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

নিত্যজিত মহাজন

সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

সুবল চন্দ্র মন্ডল

কম্পিউটার অপারেটর

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

প্রকাশকাল:

জুন ২০১৮ খ্রিঃ

প্রকাশনায়:

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই, পরিবাগ,শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০২-৯৬৩৫১৫০

হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের বোর্ডসভায় মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব, প্রকল্প পরিচালক ও ট্রাস্টিবৃন্দ।

প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের মাঝে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য।

মুখবন্ধ

নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে মানবতাবোধ জাগ্রত হয় । যে জাতির মধ্যে মানবকল্যাণ করার প্রবণতা ও মানবতাবোধ যত বেশি, সে জাতি তত উন্নত। শিশুকাল থেকে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি সাধারন শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সরকার ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই আলোকে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক ,বয়স্ক ও গীতা শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের হিন্দু অধ্যুষিত, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের আবশ্যকতা থাকায় জাতীয় শিক্ষানীতিতেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিশুদেরকে আনন্দময় পরিবেশে প্রাণবন্তভাবে পাঠদানের জন্য প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা এবং গীতা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা ও সমাজ উন্নয়নে উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখছে। প্রকল্পের নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে প্রায় ৮০% মহিলা হওয়ায় এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হচ্ছে। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান, সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সমাজে সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে প্রকল্পের কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে।

প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তির প্রতিনিয়ত সহযোগিতা, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন একান্তভাবে কাম্য। আর এ লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত ''প্রকল্প পরিচিতি" নামক পুস্তিকাটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সম্প্রসারিত কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বহুবিধ উন্নয়ন ও আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন। প্রকল্পটির আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের ৪টি পর্যায় সমাপ্তির পর বর্তমানে ৫ম পর্যায়ের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির শতভাগ সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

(মোঃ আনিছুর রহমান)
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বক্তব্য

শিক্ষা, ধর্ম, সম্প্রীতি - মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মূলনীতি। আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করে আসছে। বর্তমান সরকার সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তারই আলোকে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প"। দেশের হিন্দু অধ্যুষিত অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা প্রকল্পের প্রধান কাজ। প্রকল্পের আওতায় সারা বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬০০০ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ২৫০টি বয়স্ক কেন্দ্র এবং ২০০টি গীতা শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সরকারের ভিশন ২০২১ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধানে প্রকল্পের অবদান প্রশংসনীয়। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। বর্তমানে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর ১,৯১,২৫০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার আলোতে আলোকিত হচ্ছে।

প্রকল্পের এ বহুবিধ কার্যক্রমকে তুলে ধরার প্রয়াসে "প্রকল্প পরিচিতি" নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে। পুস্তিকাটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব কর্ম সম্পাদনে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। অবাধ তথ্য প্রবাহের এ যুগে প্রকল্পের কর্মকান্ড এবং উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ জনগণের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দিতে "প্রকল্প পরিচিতি" পুস্তিকাটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। প্রতিবেদনটি প্রকাশনার সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে প্রকল্পের সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

নিরঞ্জন দেবনাথ
সচিব (যুগ্মসচিব)
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প । প্রাক-প্রাথমিক,বয়স্ক ও গীতাশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাই প্রকল্পের মূল কাজ । বিগত ২০০৩ সালে প্রকল্পটি শুরু হয়ে এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৪টি পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের কাজ জুলাই'২০১৭ মাস থেকে শুরু হয়েছে যা ডিসেম্বর' ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ৬০০০টি প্রাক- প্রাথমিক, ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষা এবং ২০০টি গীতাশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বেই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ অনুযায়ী শিশুর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। শিশুর সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন ও পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি রচনার জন্য শিশুকে আনন্দময় পরিবেশে পাঠদানের জন্য মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের কারিকুলাম বিজ্ঞানসম্মত,বাস্তবভিত্তিক, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। বয়স্কস্তরে সাক্ষরতা প্রদানের কর্মসূচীও বহাল রাখা হয়েছে। গীতাশিক্ষা কার্যক্রম ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মূল আকর্ষণ। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় চর্চার অনুশীলন বাড়ছে, জীবণমান উন্নত হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি, মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নের ভিত নিশ্চিত হচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিশেষ সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণযোগ্য।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরার জন্য ''প্রকল্প পরিচিতি" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। 'প্রকল্প পরিচিতি' প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: আনিছুর রহমান মহোদয় ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব জনাব নিরঞ্জন দেবনাথ এর অনুপ্রেরণা, আন্তরিকতা ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। "প্রকল্প পরিচিতি" নামক পুস্তিকাটি প্রণয়নের সাথে জড়িত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুস্তিকাটি প্রণয়নে বিশেষ কোন ত্রুটি বা মুদ্রণজনিত অনিচ্ছাকৃত ভুল পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

রঞ্জিত কুমার দাস
(যুগ্মসচিব)
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, গীতা শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়ে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের 'Vision 2021' বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৫ম পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়ে ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।

৫ম পর্যায় প্রকল্পে সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ৬,০০০টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,৪০,০০০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। কার্যক্রমের সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং 'সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা' অর্জন নিশ্চিতকরনের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৮,৭৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে নিরক্ষরমুক্ত করে উন্নত জীবন যাপন সর্ম্পকে সচেতন করা হবে। ২০০ টি গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫,০০০ শিক্ষার্থীকে গীতা শিক্ষায় পারদর্শী করা হবে। মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬৫৭৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন্ট কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে – যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে। নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০% ও শিক্ষকদের ৮০% এর উর্দ্ধে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরন করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃস্টি করেছে ।

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় চর্চা মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। ৫ম পর্যায় প্রকল্পের প্রধান আকর্ষন গীতা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বর্তমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১	নাম	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৫ম পর্যায়
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	প্রকল্পের শুরু	জুলাই ২০১৭
৫	বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২০
৬	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২১৬৫১.৯৭ লক্ষ টাকা
৭	ব্যাপ্তি	৬৪ টি জেলা
৮	বাস্তবায়ন এলাকা	৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলা (সমগ্র বাংলাদেশ)
৯	মোট শিক্ষা কেন্দ্র	৬,৪৫০টি
	ক) প্রাক-প্রাথমিক	৬০০০ টি
	খ) বয়স্ক	২৫০ টি
	গ) গীতা শিক্ষা	২০০ টি
১০	মোট শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা	৫,৭৩,৭৫০ জন
		ক) প্রাক-প্রাথমিক ৫,৪০,০০০ জন
		খ) বয়স্ক ১৮,৭৫০ জন
		গ) গীতা শিক্ষা ১৫,০০০ জন

ব্যয়-বরাদ্দ সংক্রান্ত :

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ,চতূর্থ ও পঞ্চম পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়। নিম্নে অর্থবছর ভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ/প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রকৃত ব্যয়ের এবং অব্যয়িত অর্থের পরিসংখ্যান দেয়া হলো :

ক্রমিক	অর্থসাল	এডিপি বরাদ্দ	প্রাপ্ত অর্থ	প্রকৃত ব্যয়
১।	২০০২-০৩	২০০.০০	২০০.০০	১৯৭.০৯
২।	২০০৩-০৪	৩৯৫.০০	৩৯৫.০০	৩৭৪.৭৬
৩।	২০০৪-০৫	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৮৮.২৭
৪।	২০০৫-০৬	৩৭৫.৯১	৩৬৮.৮৮	৩৫৮.৩৩
৫।	২০০৬-০৭	৪৫০.০০	৪৪৯.৯৫	৪১১.৪৫
৬।	২০০৭-০৮	৭৫৭.০০	৭৫৭.০০	৬৯৮.১৩
৭।	২০০৮-০৯	৭৯৩.০০	৭৯৩.০০	৭৭৩.২৪
৮।	২০০৯-১০	৯০৮.০০	৯০৮.০০	৮৬৮.৪৪
৯।	২০১০-১১	১১০০.০০	১১০০.০০	৮৭৩.০৮
১০।	২০১১-১২	১৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০	১৭৮৯.৬০
১১।	২০১২-১৩	২৪৪১.০০	২৪৪১.০০	২৩৮১.০৫
১২।	২০১৩-১৪	২৭০০.০০	২৭০০.০০	২৬৩৫.০০
১৩।	২০১৪-১৫	২৭০০.০০	২৭০০.০০	২৬২৫.০০
১৪।	২০১৫-১৬	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০	২১০৬.৪৯
১৫।	২০১৬-১৭	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০	৩৫০০.০০
১৬।	২০১৭-১৮	৫৪৪০.০০	৫৪৪০.০০	৪৭১৪.৫৭

প্রকল্পের ১ম, ২য়, ৩য় , ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ের জনবলের পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো :

ক্রমিক	কর্মকর্তা/কর্মচারী	১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়	৪র্থ পর্যায়	৫ম পর্যায়
১	প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	০১	০১	০১
২	উপ প্রকল্প পরিচালক	০১	০১	০২	০২	০৩
৩	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	২২	৩৪	৫০	৫৬	৬৮
৪	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০০	০০	০০	০১	০১
৫	মাষ্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাটিলিটেটর	০০	০০	০৬	০৭	০৮
৬	কম্পিউটার অপারেটর	২২	৩৪	৫০	৫৬	৬৮
৭	ফিল্ড সুপারভাইজার	২১	৩২	৭০	৮০	৯১
৮	হিসাব রক্ষক	০১	০১	০১	০১	০১
৯	ব্যক্তিগত সহকারী	০০	০১	০১	০১	--
১০	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০০	০০	০১	০১	০২
১১	ড্রাইভার	০২	০২	০৩	০৩	০৩
১২	ডিসপাস রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার	০০	০০	০১	০১	০১
১৩	অফিস সহায়ক	২৩	৩৫	৫৫	৬১	৭২
১৪	নাইট গার্ড	০০	০০	০১	০১	০২
১৫	সুইপার	০০	০০	০১	০১	০১
	মোট	৯৩ জন	১৪১জন	২৪৩ জন	২৭৩ জন	৩২২ জন

এছাড়া প্রতি জেলায় ১জন নিরাপত্তা কর্মী ও ১জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কনটিনজেন্ট কর্মচারী হিসেবে(১২৮ জন) কাজ করছে

প্রকল্পের জেলা কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো :		
১	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১ জন
২	কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব রক্ষক	১ জন
৩	ফিল্ড সুপারভাইজার	১/২/৩/৪ জন
৪	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১ জন
৫	নিরাপত্তী কর্মী (কনটিনজেন্ট কর্মচারী)	১ জন
৬	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (কনটিনজেন্ট কর্মচারী)	১ জন

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি :

প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ের কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প দলিলে নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে ।

ক্রমিক	কমিটির নাম	সভাপতি	সভা অনুষ্ঠান
১	প্রকল্প পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়	প্রতি তিন মাসে একবার
২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	প্রতি তিন মাসে একবার
৩	নিয়োগ কমিটি -১	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪	নিয়োগ কমিটি - ২	প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুয়ায়ী
৫	কারিকুলাম কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬	টেন্ডার মূল্যায়ন (ইভালুয়েশন) কমিটি	উপ পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭	অঞ্চল/জেলা পর্যায়ে টেন্ডার/ক্রয় কমিটি	সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি ,সংশ্লিস্ট জেলা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮	জেলা মনিটরিং কমিটি	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিস্ট জেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
৯	উপজেলা মনিটরিং কমিটি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংশ্লিস্ট উপজেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
১০	কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি	সংশ্লিস্ট মন্দির কমিটির সভাপতি/গন্যমান্য ব্যক্তি	প্রতি তিন মাসে একবার

জেলা মনিটরিং কমিটির গঠন :

ক্রমিক	নাম	পদবী
১.	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার (এস পি)	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট জেলার সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য
৪.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক সমাজসেবা বিভাগ	সদস্য
৬.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনিত একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় নেতা	সদস্য
৭.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট জেলা),মশিগশি কার্যক্রম	সদস্য সচিব

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লিখিত কমিটি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এই কমিটি প্রতি ছয় মাসে একবার সভা করবে।

প্রশাসনিক কার্যক্রম

প্রকল্পের (৫ম পর্যায়) সাংগঠনিক কাঠামো :

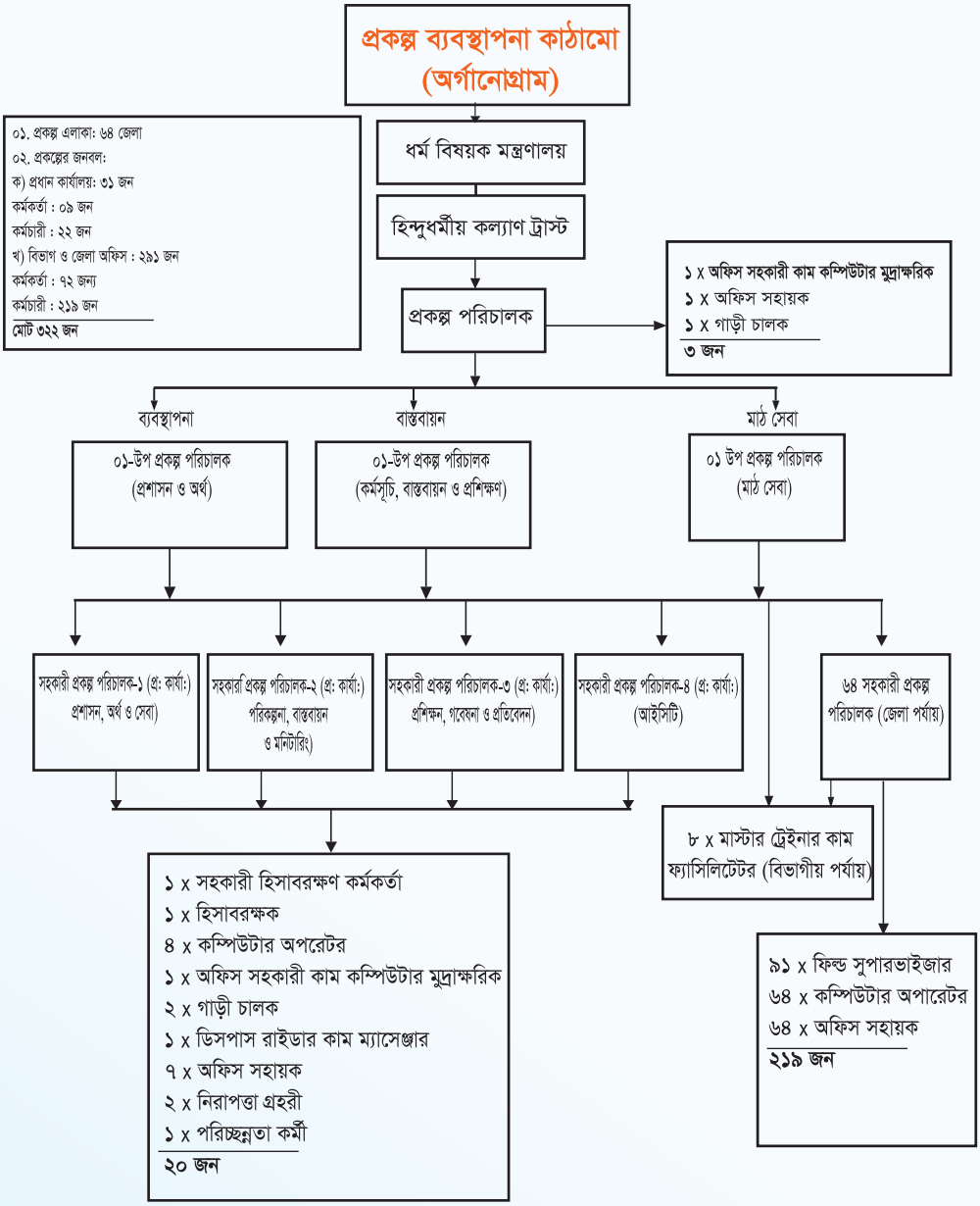

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় , চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক	শিক্ষাবর্ষ	কেন্দ্র সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গড় উপস্থিতি
১।	২০০৩	৬৩০	১১৯৭০ জন	৯৮%
২।	২০০৪	২৫২০	৪৭৮৮০ জন	৯৮%
৩।	২০০৫	২৫২০	৪৭৮৮০ জন	৯৮%
৪।	২০০৬	২৫২০	৪৭৮৮০ জন	৯৮%
৫।	২০০৭	২৫২০	৪৭৮৮০ জন	৯৯%
৬।	২০০৮	২৮০৪	৮৩৫৩৫ জন	৯৮%
৭।	২০০৯	২৮০৪	৮৩৫৩৫ জন	৯৭%
৮।	২০১০	২৮০৪	৮৩৫৩৫ জন	৯৬%
৯।	২০১১	২৩৫২	৭০১৫৫ জন	৯৮%
১০।	২০১২	৫২৫০	১৫৬২৫০জন	৯৮%
১১।	২০১৩	৫২৫০	১৫৬২৫০ জন	৯৮%
১২।	২০১৪	৫২৫০	১৫৬২৫০ জন	৯৮%
১৩।	২০১৫	৫৭৫০	১৭১২৫০ জন	৯৮%
১৪।	২০১৬	৫৭৫০	১৭১২৫০ জন	৯৮%
১৫।	২০১৭	৫৭৫০	১৭১২৫০ জন	৯৮%
১৬।	২০১৮	৬৪৫০	১,৯১,২৫০ জন	চলমান

প্রকল্পের জেলা কার্যালয় সমূহের বিবরণ :

নং	প্রধান/ জেলা কার্যালয়ের নাম	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নং ও মেইল এড্রেস
প্রধান কার্যালয়			১/আই ,পরিবাগ (ডাঃ আলম ভবন) ,শাহবাগ, ঢাকা।	০২-৯৬৩৫১৫০ (প্রকল্প পরিচালক) ০২-৯৬৬৫৭৬৪ (উপ প্রকল্প পরিচালক) ০২-৯৬৬৭০৯১ (ফ্যাক্স) ০২-৯৬৬৫৭৬১ (এ পি ডি ,পরিঃ ও বাস্তঃ) ০২-৯৬৬৫৭৮৯ (এ পি ডি,অর্থ ও প্রশাসন) msgs2003@gmail.com
১)	ঢাকা	২২২	১/আই ,পরিবাগ (ডাঃ আলম ভবন),শাহবাগ, ঢাকা।	০২-৯৬৬৮৩৪৪ msgsdha01@gmail.com
২)	নরসিংদী	৬৫	৩১৪, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, মালাকার বাড়ী, নরসিংদী।	০২-৯৪৫২১৯৪ msgsnara@gmail.com
৩)	মানিকগঞ্জ	৭১	৪৮/১ , এ – ব্লক , পশ্চিম দাশরা, (এল জি ই ডি অফিসের পূর্ব পার্শে) মানিকগঞ্জ ।	০৬৫১-৬২২৬০ msgsman2015@gmail.com
৪)	মুন্সিগঞ্জ	৬৪	হোয়াইট হাউস , নতুন কোর্ট , (রজনীগন্ধা কমিউনিটি সেন্টারের ৩য় তলা) সদর ,মুন্সিগঞ্জ।	০২৭৬-২০৫৮০ msgsmun@gmail.com
৫)	টাংগাইল	১২৮	নিউ মার্কেট রোড, কলেজ পাড়া, টাংগাইল।	০৯২১-৬১০১২ msgsadtangail@gmail.com
৬)	জামালপুর	২৯	সহকারী প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, মশিগশি কার্যক্রম-৫ম পর্যায়, সিএন্ডবি রোড (বসাক পাড়া মোর), জামালপুর।	msgsapdjamalpur@gmail.com 01712674686
৭)	ময়মনসিংহ	৯৮	জ্যোতি ড্রীম, ২৩, এ/২, সারদা ঘোষ রোড , নওমহল, নন্দীবাড়ী, ময়মনসিংহ ।	০৯১-৬৫৯৯২ msgsmy@gmail.com
৮)	শেরপুর	৩১	১৩৯ গার্লস স্কুল রোড (জলক ভিলা), কাজী কোয়ার্টার খরমপুর, শেরপুর।	msgssher@gmail.com
৯)	কিশোরগঞ্জ	৯১	১২২৩/৬, খড়মপট্টি, কালীবাড়ী প্রেসক্লাব, লিংক রোড, (মডেল থানার পিছনে) কিশোরগঞ্জ।	০৯৪১-৬২১৭৭ msgskis@gmail.com
১০)	নেত্রকোনা	১১৩	১০৭ দক্ষিন নাগড়া, দত্ত ভিলা, নেত্রকোনা ।	০৯৫১-৬২১৩২

নং	প্রধান/ জেলা কার্যালয়ের নাম	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নং ও মেইল এড্রেস
				msgsnat@gmail.com
১১)	ফরিদপুর	১০০	১/২৩/২২,খোদাবক্স, রোড,গোয়ালচামট,ফরিদপুর।	০৬৩১-৬৬৬০৯ msgsfaridpur@gmail.com
১২)	মাদারীপুর	৭৮	ভূঁইয়া বাড়ী ,আমিরাবাদ, প্রধান সড়ক , মাদারীপুর।	০৬৬১-৬২৪৯৮ msgsmad2008@gmail.com
১৩)	শরীয়তপুর	৩১	ফেরদৌসি মহল, হোল্ডিং নং-৯৪৫, পালং (শান্তি নগর), সদর, শরিয়তপুর।	০৬০১-৫১৩৭৬ msgssari2010@gmail.com
১৪)	রাজবাড়ী	৫৯	জাহানারা ভবন (২য় তলা), নতুন রাস্তা, সজ্জনকান্দা, বড়পুল, রাজবাড়ী।	০৬৪১-৬৫৫৩৬ msgskrajbari@gmail.com
১৫)	গোপালগঞ্জ	২০২	২০৪, কবরস্থান রোড, মিয়াবাড়ী, গোপালগঞ্জ।	০২৬৬-৮১৩৮২ mvsogskgopal@gmail.com
১৬)	চট্টগ্রাম	৩৯৬	৯৮,আমবাগান বিভাগীয় তথ্য, অফিস- এর নীচতলা, খুলশী , ফ্লোরাপাস রোড , চট্টগ্রাম।	০৩১-৬৩৪০৫০ msgschi@gmail.com
১৭)	বান্দরবান	১৯	৪নং ওয়ার্ড বান্দরবান বাজার, বোটঘাটা (হোটেল পাহাড়ীকার পিছনে), অমেলেন্দু বাবুর বিল্ডিং, বান্দরবান পৌরসভা বান্দরবান।	msgsban@gmail.com 01915-752812
১৮)	কক্সবাজার	৫৬	৪২৫ , আসাদ কমপ্লেক্স (৫ম তলা) , প্রধান সড়ক , কক্সবাজার।	০৩৪১-৫২৩৯৩ msgscox.com@gmail.com
১৯)	রাঙামাটি	৩৫	বিজন সরনী, কালিন্দীপুর, ১০২ নং রাঙাপানি সদর, রাঙামাটি।	০৩৫১-৬৩৩৮৫ msgsran@gmail.com
২০)	খাগড়াছড়ি	৫৪	সনাতন ছাত্র-যুব পরিষদ ভবন, নিচতলা, রূপনগর মহিলা কলেজরোড, খাগড়াছড়ি, সদর, খাগড়াছড়ি।	msgskha@gmail.com 01915-752812
২১)	নোয়াখালী	৭৫	শাহীদা ভিলা , বীর উত্তম ডাঃ শাহ আলম সড়ক , হাসপাতাল রোড, নোয়াখালী।	০৩২১-৬১৬৩৪ msgsnoakhali@gmail.com
২২)	লক্ষ্মীপুর	৩৮	রতন লাল ভৌমিক, সাং-বাঞ্ছানগর শাখাড়ীপাড়া, ৫নং ওয়ার্ড ,লক্ষ্মীপুর পৌরসভা সদর, লক্ষ্মীপুর ।	msgslaxmipur@gmail.com 01791-018032
২৩)	চাঁদপুর	৭৫	ওয়াপদা বিল্ডিং, উপজেলা কোয়ার্টার (সার্কিট হাউজের বিপরীতে) ষোলঘর, চাঁদপুর।	০৮৪১-৬৬০২৫ msgscha@gmail.com
২৪)	কুমিল্লা	১৩১	খেলাঘর ,হোল্ডিং নং ১২৯৬, ডাঃ এ,কে,এম আব্দুস সেলিম,ব্লক-ডি/০২, রেইস কোর্স , কুমিল্লা ।	০৮১-৬৬৩০৯ msgscom@gmail.com
২৫)	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	১১৭	রাজভবন ,রাজামিয়ার বাড়ী, (নীচতলা) , পূর্ব পাইকপাড়া (মেড্ডা ব্রিজের নিকট) ব্রাহ্মনবাড়ীয়া।	০৮৫১-৬৩১৪৪ msgsbra01@gmail.com
২৬)	খুলনা	২৫৫	৩নং পি,সি,রায় রোড ,খুলনা।	০৪১-৮১২১৭ msgskhun@gmail.com
২৭)	বাগেরহাট	১৪৩	৮২, ভিআইপি ক্রস রোড, সাহা পাড়া, বাগেরহাট।	০৪৬৮-৬২৮৫৪ msgsbagerhat2003@gmail.com
২৮)	সাতক্ষীরা	১৭৯	এসপি বাংলোর পিছনে, পলাশপোল, সাতক্ষীরা।	০৪৭১-৬৪৯৫৭ mvsks8700@gmail.com
২৯)	যশোর	১৫৫	৭৮-এ,মুজিব সড়ক (বাইলেন), ষষ্ঠীতলাপাড়া, যশোর।	০৪২১-৬৭৪৯৬ msgsjess@gmail.com
৩০)	নড়াইল	৮২	থানা রোড , নড়াইল।	০৪৮১-৬২১১৮ magsnarail2008@gmail.com
৩১)	মাগুরা	৯১	মাগুরা কালীবাড়ী মার্কেট, (৩য় তলা), নতুন বাজার, মাগুরা -৭৬০০।	০৪৮৮-৬৩১৬৩ msgsmagura2015@gmail.com
৩২)	ঝিনাইদহ	৯১	বাড়ী নং -২৪ ,রোড নং -৫৬, গতিনাথ মিত্র সড়ক, ঝিনাইদহ।	০৪৫১-৬১৪৭৩ msgsjhid@gmail.com
৩৩)	কুস্টিয়া	৩৮	শাহরিয়া টাওয়ার (৪র্থ তলা) চৌড়হাস (স্টেডিয়ামের সামনে) ,কুষ্টিয়া ।	০৭১-৬৩০৬২ msgskust@gmail.com
৩৪)	মেহেরপুর	১৩	মল্লিকপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, হোল্ডিং নং-০৭, (কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে) জেলা কার্যালয়, মেহেরপুর।	msgsmehe@gmail.com ০১৭১৬-০৫৪১২৭
৩৫)	চুয়াডাঙ্গা	২৩	মালোপাড়া দেদারগঞ্জ, হোল্ডিং নং-১২৪১/১, (ইমপোষ্ট	msgschua@gmail.com

নং	প্রধান/ জেলা কার্যালয়ের নাম	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নং ও মেইল এড্রেস
			হাসপাতালের পশ্চিম পাশে) জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।	০১৭১৬-০৫৪১২৭
৩৬)	রাজশাহী	৬৯	এইচ#৫০৭/এ, বাশার রোড, রামচন্দ্রপুর, বোয়ালীয়া, রাজশাহী।	০৭২১-৭৭৫১২৫ msgsraj2011@gmail.com
৩৭)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৯	জনাব প্রবোধ কুমার প্রমানিক, হোল্ডিং নং-২২, চাইপাড়া সড়ক (শিবতলা মোর) চাপাই সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।	msgschapai2018@gmail.com
৩৮)	বগুড়া	১০৬	টি,টি,সি ২য় গেইট, কারবালা, সান্তাহার রোড , বগুড়া।	০৫১-৭৮৩৪৯ msgsbog@gmail.com
৩৯)	জয়পুরহাট	৪৬	রসিদা মেনসন-২য় তলা, থানা রোড, বাড়ী ধারা, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।	০১৭৩৯-৪৬০১১৮ msgsjoypure@gmail.com
৪০)	নওগাঁ	১৩৮	বাড়ী নং - ১৯৭১/১,মহল্লা/পাড়া - হাট নওগাঁ,(প্রবাহ সংসদ সংলগ্ন), পোঃ নওগাঁ ,নওগাঁ।	০৭৪১-৬১৭৫৯ msgsnao@gmail.com
৪১)	পাবনা	৫১	রাধাগোবিন্দ মন্দির , সদর হাসপাতাল রোড , শালগাড়িয়া, পাবনা ।	০৭৩১-৫১২০৪ msgspab@gmail.com
৪২)	সিরাজগঞ্জ	৮০	রাজ্জাক প্লাজা (৪র্থ তলা), ২ নং খলিফা পট্টি (বড় পুলের, পশ্চিম পার্শ্বে), সদর, সিরাজগঞ্জ ।	০৭৫১-৬৩৫৫৫ msgssiraj@gmail.com
৪৩)	রংপুর	১৩১	রোড নং -১ ,বাড়ী নং -১১, পূর্ব পর্যটন পাড়া (কেরানী পাড়া), ৩য় তলা, রংপুর সদর, রংপুর ।	০৫২১-৬১১২২ msgsrang@gmail.com
৪৪)	গাইবান্ধা	৯০	বি, আর চৌধুরী নিবাস, (৩য় তলা), দক্ষিন ধানঘড়া, পলাশবাড়ী রোড, গাইবান্ধা ।	০৫৪১-৬২৫৩৭ msgsgaibandha@gmail.com
৪৫)	নীলফামারী	১৪৪	শহীদ আলী হোসেন স্মরণী, বাসা নং-৩৮৫ (৩য় তলা) নীলফামারী।	০৫৫১-৬১৯২৫ msgsnil@gmail.com
৪৬)	কুড়িগ্রাম	৭৬	হাটির পাড় , ঘোষপাড়া, (সেবা ক্লিনিকের সামনের গলি) কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয় , কুড়িগ্রাম ।	০৫৮১-৫১২৪৭ msgskuri@gmail.com
৪৭)	লালমনিরহাট	৯৮	খাতাপাড়া , (জেলা পরিষদ মোড়), লালমনিরহাট।	০৫৯১-৬২০০৮ msgslal@gmail.com
৪৮)	দিনাজপুর	২৬৫	উত্তর বালু বাড়ী , সদর, দিনাজপুর ।	০৫৩১-৬১০৪২ msgkdinaspur2003@gmail.com
৪৯)	পঞ্চগড়	৮১	ধাক্কামারা, গোলচত্বর সংলগ্ন, পঞ্চগড়।	০৫৬৮-৬২১১৭ msgspanc@gmail.com
৫০)	ঠাকুরগাঁও	১৪৯	নর্থ সার্কুলার রোড, সদর, ঠাকুরগাঁও।	০৫৬১-৬১৯২৪ msgstha@gmail.com
৫১)	সিলেট	১১১	পুল্পায়ন – ৬ , রিফাত কমপ্লেক্স , দক্ষিন বালুচর, এম,সি কলেজ রোড ,সিলেট।	০৮২১-২৮৬০৪২২ msgssyl.2007@gmail.com
৫২)	সুনামগঞ্জ	১৫৫	বসুন্ধরা - ১২৭ (২য় তলা) দক্ষিন পার্শস্থ, হাজীপাড়া, সুনামগঞ্জ ।	০৮৭১-৬১১২৩ msgssun@gmail.com
৫৩)	হবিগঞ্জ	১৬৬	শাহ্ ভবন (৩য় তলা) ৫৫ বদিউজ্জামান খান সড়ক, হবিগঞ্জ।	০৮৩১-৬১৪৪৯ msgshabiganj@gmail.com
৫৪)	মৌলভীবাজার	২১৮	"অবকাশ ভিলা " (এ্যাডভোকেট গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বাসা নীচতলা) পূর্ব সৈয়ারপুর ,শমশেরনগররোড , মৌলভীবাজার ।	০৮৬১-৬৪৮৭১ msgsmou5@gmail.com
৫৫)	বরিশাল	১৫৩	কালীবাড়ী রোড, "আলতাব মহল " (বরিশাল কলেজের পূর্বপার্শ্বে) বরিশাল।	০৪৩১-৬২৮২৬ adbarisal@gmail.com
৫৬)	ঝালকাঠী	৪৩	শশাংক চক্রবর্ত্তী, বাসা নং-৫৫২ পুর্ব চাঁদকাঠী, ওয়ার্ড নং-২, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী।	msgsjhalo@gmail.com ০৪৯৮-৬২৯১৭
৫৭)	ভোলা	৪৯	বাড়ী নং-৮৫২/১ ,উকিলপাড়া, সদর রোড , ভোলা ।	০৪৯১-৬১৩০৯ msgsbhola@gmail.com
৫৮)	পটুয়াখালী	৭০	নবাব ম্যানশন-২ (২য় তলা) সরকারী জুবিলী স্কুল সড়ক, মুনসেপ পাড়া, পটুয়াখালী।	০৪৪১-৬৫১৪৫ msgspat2010@gmail.com
৫৯)	পিরোজপুর	১৪১	ম্যাটারনিটি রোড, পিরোজপুর।	০৪৬১-৬৩১০৩ msgspir@gmail.com

নং	প্রধান/ জেলা কার্যালয়ের নাম	কেন্দ্র সংখ্যা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের ঠিকানা	প্রধান/জেলা কার্যালয়ের টেলিফোন নং ও মেইল এড্রেস
৬০)	গাজীপুর	৯০	কে-৩৪৮, পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর,গাজীপুর।	০২-৯২৬১০২৯ msgsgaz@gmail.com
৬১)	নারায়নগঞ্জ	৭৭	স্বপ্ননীড়, পূর্ব লামাপাড়া, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ।	০২-৭৬৪০১৮০ msgsadnarayan@gmail.com
৬২)	বরগুনা	৪৫	জুয়েল গার্ডেন, হোল্ডিং নং-৩২, চরকলোনী বরগুনা পুলিশ সুপারের বাসভবন সংলগ্ন,বরগুনা।	০৪৪-৮৫১৩৪১ msgsbargu@gmail.com
৬৩)	নাটোর	৬৪	লালবাজার (ভ্যাট অফিস সংলগ্ন),নাটোর।	০৭৭১-৬১৬৩৬ msgsnator@gmail.com
৬৪)	ফেনী	৫৭	ফরিদা মঞ্জিল, ২৮১/১, আবেদ মুন্সি সড়ক, পশ্চিম উকিল পাড়া, সেন্ট্রাল স্কুলের বিপরীত পার্শ্বে) ফেনী।	০৩৩১-৭৩০৯৪ msgsfeni@gmail.com

প্রকল্পের কম্পিউটার অপারেটরগণ

ঢাকা জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে উপ প্রকল্প পরিচালক, মন্দির কমিটির সদস্য, ও ফিল্ড সুপারভাইজার

নীলফামারী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মন্দির কমিটির সদস্য ও কর্মচারীগণ

ময়মনসিংহ জেলার শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে প্রকল্পের প্রাক্তন পরিচালক

ঢাকা জেলার একটি শিক্ষা কেন্দ্র

প্রকল্পের মাস্টার ট্রেইনার ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ

শিক্ষা কার্যক্রম :

শিক্ষাকেন্দ্র -

প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ২৫২০ টি, ২য় পর্যায়ে ছিল ২৮০৪ টি, ৩য় পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র সংখ্যা ৫২৫০টি, ৪র্থ পর্যায় শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৫৭৫০টি এবং ৫ম পর্যায়ে মোট শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৬৪৫০টি। তার মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ৬০০০ টি, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ২৫০টি এবং গীতা শিক্ষাকেন্দ্র ২০০টি। প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রী, প্রতিটি বয়স্ক ও গীতা শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে । নিম্নে শিক্ষাকেন্দ্রের জেলা ভিত্তিক সংখ্যা তুলে ধরা হল-

ক্রম	আঞ্চলিক কার্যালয়	শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা			সর্বমোট
		প্রাক-প্রাথমিক	বয়স্ক	গীতা শিক্ষা	
১.	ঢাকা	২০৮	১০	৪	২২২
২.	নারায়নগঞ্জ	৭৩	২	২	৭৭
৩.	নরসিংদী	৫৯	৩	৩	৬৫
৪.	গাজীপুর	৮৫	৩	২	৯০

ক্রম	আঞ্চলিক কার্যালয়	শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা			সর্বমোট
		প্রাক-প্রাথমিক	বয়স্ক	গীতা শিক্ষা	
৫.	মানিকগঞ্জ	৬৫	৩	৩	৭১
৬.	মুন্সীগঞ্জ	৫৮	৩	৩	৬৪
৭.	মাদারীপুর	৭৩	৩	২	৭৮
৮.	শরীয়তপুর	২৭	২	২	৩১

ক্রম	আঞ্চলিক কার্যালয়	শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা			সর্বমোট
		প্রাক-প্রাথমিক	বয়স্ক	গীতা শিক্ষা	
৯.	টাঙ্গাইল	১১৯	৫	৪	১২৮
১০.	রাজবাড়ী	৫৫	২	২	৫৯
১১.	কিশোরগঞ্জ	৮৩	৪	৪	৯১
১২.	গোপালগঞ্জ	১৯০	৮	৪	২০২
১৩.	ফরিদপুর	৯২	৪	৪	১০০
১৪.	ময়মনসিংহ	৯১	২	৫	৯৮
১৫.	শেরপুর	২৬	৩	২	৩১
১৬.	জামালপুর	২৬	১	২	২৯
১৭.	নেত্রকোনা	১০৪	৪	৫	১১৩
১৮.	কক্সবাজার	৪৮	৫	৩	৫৬
১৯.	রাঙ্গামাটি	২৮	৩	৪	৩৫
২০.	খাগড়াছড়ি	৪৭	৪	৩	৫৪
২১.	নোয়াখালী	৬৯	৩	৩	৭৫
২২.	লক্ষীপুর	৩৪	২	২	৩৮
২৩.	ফেনী	৫২	২	৩	৫৭
২৪.	চাঁদপুর	৬৯	৩	৩	৭৫
২৫.	কুমিল্লা	১২১	৫	৫	১৩১
২৬.	চট্টগ্রাম	৩৭৬	১৫	৫	৩৯৬
২৭.	বান্দরবান	১৬	১	২	১৯
২৮.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১১০	৪	৩	১১৭
২৯.	কুস্টিয়া	৩৪	২	২	৩৮
৩০.	চুয়াডাঙ্গা	১৯	২	২	২৩
৩☒	মেহেরপুর	১০	১	২	১৩
৩☒	খুলনা	২৪০	১০	৫	২৫৫
৩৩.	ঝিনাইদহ	৮৫	৩	৩	৯১
৩৪.	নড়াইল	৭৭	৩	২	৮২
৩৫.	বাগেরহাট	১৩৫	৫	৩	১৪৩
৩৬.	মাগুরা	৮৬	৩	২	৯১
৩৭.	যশোর	১৪৭	৫	৩	১৫৫

ক্রম	আঞ্চলিক কার্যালয়	শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা			সর্বমোট
		প্রাক-প্রাথমিক	বয়স্ক	গীতা শিক্ষা	
৩৮.	সাতক্ষীরা	১৭১	৫	৩	১৭৯
৩৯.	রাজশাহী	৬৩	২	৪	৬৯
৪০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৫	২	২	৩৯
৪১.	বগুড়া	৯৮	৪	৪	১০৬
৪২.	জয়পুরহাট	৪২	২	২	৪৬
৪৩.	পাবনা	৪৫	২	৪	৫১
৪৪.	নাটোর	৫৮	৩	৩	৬৪
৪৫.	সিরাজগঞ্জ	৭৩	৩	৪	৮০
৪৬.	নওগাঁ	১২৯	৫	৪	১৩৮
৪৭.	কুড়িগ্রাম	৭০	৩	৩	৭৬
৪৮.	পঞ্চগড়	৭৫	৩	৩	৮১
৪৯.	ঠাকুরগাঁও	১৪১	৫	৩	১৪৯
৫০.	দিনাজপুর	২৫০	১০	৫	২৬৫
৫১.	নীলফামারী	১৩৬	৫	৩	১৪৪
৫২.	রংপুর	১২৩	৫	৩	১৩১
৫৩.	লালমনিরহাট	৯১	৫	২	৯৮
৫৪.	গাইবান্ধা	৮৪	৩	৩	৯০
৫৫.	পটুয়াখালী	৬৪	৩	৩	৭০
৫৬.	বরগুনা	৪১	২	২	৪৫
৫৭.	ভোলা	৪৩	৩	৩	৪৯
৫৮.	পিরোজপুর	১৩৩	৫	৩	১৪১
৫৯.	বরিশাল	১৪৩	৫	৫	১৫৩
৬০.	ঝালকাঠি	৩৯	২	২	৪৩
৬১.	সিলেট	১০২	৪	৫	১১১
৬২.	মৌলভীবাজার	২০৯	৬	৩	২১৮
৬৩.	সুনামগঞ্জ	১৪৭	৫	৩	১৫৫
৬৪.	হবিগঞ্জ	১৫৮	৫	৩	১৬৬
	সর্বমোট	৬০০০	২৫০	২০০	৬৪৫০

শিক্ষক :

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক সংখ্যা ৬০০০ জন, গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক সংখ্যা ২০০ জন এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক সংখ্যা ২৫০ জন। প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক সনাতন (হিন্দু) ধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়। শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র এলাকার অধিবাসী, বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এস,এস,সি পাশ, কর্মক্ষম এবং সংস্কৃতিমনা হতে হয়। যে মন্দিরে শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত সে মন্দিরের পুরোহিত বা সেবাইত (শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে) কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে ৮০% শিক্ষকের পদ মহিলাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। শিক্ষককে প্রতিদিন কমপক্ষে ২.৩০ ঘন্টা পাঠদান করাতে হয় এবং মাসিক ৪০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকগণ বছরে ২টি উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন।

পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরন:

বর্তমানে প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ০২ টি (**আমার প্রথম পড়া ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা**) বই এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য ০৪ টি (আমাদের পড়ালেখা, আসুন হিসাব শিখি, আমরা পড়ি আমরা শিখি ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা) পাঠ্য বই নির্ধারিত রয়েছে। গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি করে পবিত্র গীতা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের অধীনে সকল শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে সকল শিক্ষাপোকরণ (পাঠ্য বই, পবিত্র গীতা অনুশীলন খাতা, পেন্সিল, রং পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, রঙ্গিন কাগজ, কাঁচি, ক্যালেন্ডার, ইরেজার, শার্পনার, হাজিরা বহি, পরিদর্শন বহি, পাঠদান বহি, ব্লাক বোর্ড, সাইন বোর্ড, জাতীয় পতাকা, ট্রাঙ্ক, মাদুর, ঘন্টা ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নিম্ন বর্ণিত ৮ টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

১। জাতীয় সংগীত/দৈনিক সমাবেশ

২। প্রাক-পঠন ও লিখন

৩। ছড়া,গান ও গল্প

৪। প্রাক-গণিত

৫। চারু ও কারু কাজ (চিত্রাঙ্কন সহ)

৬। ক্রীড়া ও শরীরচর্চা/ প্রানায়াম

৭। নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা

৮। সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত 'আমার প্রথম পড়া' বইটিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তিত কারিকুলাম অনুযায়ী যে সকল নতুন বিষয় পাঠ্য বই-এ অর্ন্তভূক্ত নেই, সে সকল বিষয় সন্নিবেশিত করে প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ে সম্পূর্ন নতুনভাবে "শিক্ষক সহায়িকা" প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষকগন যাতে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে পারেন, সে বিষয়ে 'শিক্ষক সহায়িকায়' প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে।

শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পাশাপাশি তাদের বিকাশের ক্ষেত্র সমূহ (শারীরিক বা চলন ক্ষমতার বিকাশ, জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, ভাষাগত বা যোগাযোগ ভিত্তিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, আবেগমূলক বিকাশ, আত্ম সচেতনতা মূলক বিকাশ, নৈতিকতার বিকাশ) এবং ক্ষেত্রভিত্তিক অর্জন উপযোগী দক্ষতা সমূহ শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষকের করনীয় সম্পর্কে 'শিক্ষক সহায়িকায়' বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

এছাড়া, শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখার জন্য বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি (প্যাটার্ন শিক্ষা, বর্নাংশ শিক্ষা, শব্দ গঠন ইত্যাদি), প্যাটার্ন থেকে চিত্রাঙ্কন, শিক্ষা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিষদ বিবরণ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য বিশেষ কিছু কৌশল 'শিক্ষক সহায়িকায়) অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য বিশেষ উপায়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

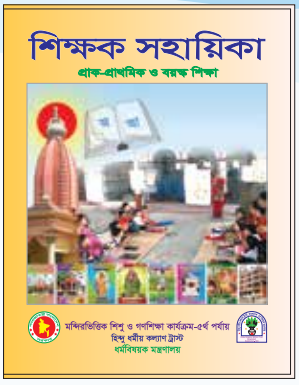

ছবি ঃ শিক্ষক সহায়িকা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ০২ টি পাঠ্যবই :

১. আমার প্রথম পড়া
২. সনাতন ধর্ম শিক্ষা

ছবি ঃ আমার প্রথম পড়া

ছবি ঃ সনাতন ধর্ম শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা :

বয়স্ক শিক্ষার জন্য বর্তমানে মোট ৪টি পাঠ্য বই রয়েছে :

১. আমাদের পড়া লেখা
২. আসুন হিসাব শিখি
৩. সনাতন ধর্ম শিক্ষা
৪. আমরা পড়ি আমারা শিখি (ব্যবহারিক তথ্য বার্তা)

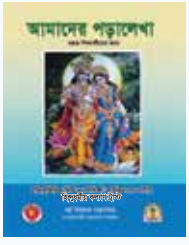

ছবি ঃ আমাদের পড়ালেখা

ছবি ঃ আসুন হিসাব শিখি

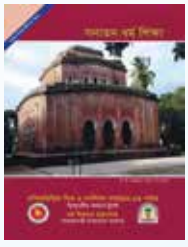

ছবি ঃ সনাতন ধর্ম শিক্ষা

ছবি ঃ আমরা পড়ি আমরা শিখি

গীতা শিক্ষাকেন্দ্র :
গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি করে পবিত্র গীতা পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের (৬২৫০টি শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য) শিক্ষা উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যের (প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা) বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :-

প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক উভয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে যে সকল শিক্ষা উপকরণ প্রকল্প মেয়াদের (৩ বৎসর ৬ মাস) জন্য প্রদান করা হয়।

নং	উপকরণের নাম	প্রতিকেন্দ্রের জন্য	সাইজ
১	সাইনবোর্ড	১ টি	৩´ × ১.৫´ কাঠ/স্টীল ফ্রেম
২	ব্লাক বোর্ড	১ টি	৩২´´ × ৪৮´´
৩	দেয়াল পোস্টার	৮ টি- (বাংলা বর্ণমালা, ইংরেজি বর্ণমালা. দেব-দেবী, ফল, পাখী, জীবজন্তু, শাক-সবজী, মাছ)	৩০´´ × ২০´´
৪	জাতীয় পতাকা	১টি	স্টান্ডার্ড সাইজের
৫	ট্রাংক	১টি	স্টান্ডার্ড সাইজের
৬	শিক্ষক সহায়িকা	১ টি	-
৭	ঘন্টা	১ টি	স্টান্ডার্ড সাইজের

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয়

নং	পুস্তকের নাম	প্রতি ছাত্র/ছাত্রী	মোট	মন্তব্য
১.	আমার প্রথম পড়া	১ টি	৩১ টি	প্রতিটি বইয়ের একটি করে কপি
২.	সনাতন ধর্ম শিক্ষা	১ টি	৩১ টি	শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য

পাঠ্য পুস্তক প্রধান কার্যালয় থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রধান কার্যালয় থেকে জেলা কার্যালয়ে পৌছানো হয়। জেলা কার্যালয়ের শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রে বিতরণ হয়।

প্রাক-প্রাথমিক (৬০০০ কেন্দ্র) শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতি বৎসর যে সকল শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয় :

নং	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম	প্রতি কেন্দ্রে
১.	শিক্ষার্থী হাজিরা খাতা	১ টি
২.	পরিদর্শন বহি	১ টি
৩.	ভর্তি ফরম	৩০ টি
৪.	সনদ পত্র	৩০ টি
৫.	পাঠদান বহি	১ টি
৬.	অনুশীলন খাতা	৬০টি (প্রতি শিক্ষার্থী ২টি)
৭.	রং পেন্সিল	৪ বক্স
৮.	আর্ট পেপার	১ প্যাকেট
৯.	কাঁচি	১টি
১০.	রঙিন কাগজ	১ বক্স (৫০০সিট)

উপকরণ সমূহ প্রধান কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে জেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। জেলা কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এতদভিন্ন, প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন পঠন-পাঠন সামগ্রী সংগ্রহ ও কেন্দ্রসমূহে বিতরণ করা হয়ে আসছে। একই পদ্ধতিতে ঐ সকল উপকরণ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য (৬০০০ টি কেন্দ্র) জেলা কার্যালয় থেকে প্রতি বৎসর যে সকল শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয় :

ক্রমিক	উপকরণের নাম	প্রতিকেন্দ্রে
১.	চক (শিক্ষকের জন্য)	২ প্যাকেট
২.	ডাস্টার	২টি
৩.	বলপেন (শিক্ষকের জন্য)	৬টি
৪.	স্টক রেজিস্টার	১টি
৫.	মাদুর	৫টি
৬.	রেজুলেশন বই	১টি
৭.	কাঠ পেন্সিল (শিক্ষার্থীর জন্য)	৯০টি (প্রতি শিক্ষার্থী ৩টি)
৮.	পেন্সিল কাটার	৫টি
৯.	ইরেজার	৫টি

বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠ্য পুস্তক প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয় (২৫০ কেন্দ্র) :

নং	পুস্তকের নাম	প্রতি শিক্ষার্থী	মোট	মন্তব্য
১	আমাদের পড়ালেখা	১ টি	২৬ টি	প্রতিটি বইয়ের একটি করে কপি শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য
২	আসুন হিসাব শিখি	১ টি	২৬ টি	
৩	আমরা পড়ি আমরা শিখি	১ টি	২৬ টি	
৪	(ব্যবহারিক তথ্য বার্তা) সনাতন ধর্ম শিক্ষা	১ টি	২৬ টি	

পাঠ্য পুস্তক প্রধান কার্যালয় থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয় এবং জেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। জেলা কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য (২৫০টি কেন্দ্র) প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতি বৎসর যে সকল শিক্ষা উপকরণ দেয়া হয় :

নং	উপকরণের নাম	প্রতি কেন্দ্রে	মন্তব্য
১	শিক্ষার্থী হাজিরা খাতা	১টি	
২	পরিদর্শন বহি	১ টি	
৩	ভর্তি ফরম	২৫ টি	
৪	সনদ পত্র	২৫ টি	
৫	পাঠদান বহি	১ টি	
৬	অনুশীলন খাতা	৫০ টি (প্রতি শিক্ষার্থী ২টি)	

বয়স্ক শিক্ষার জন্য (২৫০ টি কেন্দ্র) জেলা কার্যালয় থেকে প্রতিবৎসর যে সকল শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয় :

নং	উপকরণের নাম	প্রতিকেন্দ্রে
১.	চক (শিক্ষকের জন্য)	২ প্যাকেট
২.	ডাস্টার	২টি
৩.	বলপেন (শিক্ষকের জন্য)	৬টি
৪.	স্টক রেজিস্টার	১টি
৫.	মাদুর	৫টি
৬.	রেজুলেশন বই	১টি
৭.	কাঠ পেন্সিল (শিক্ষার্থীর জন্য)	৭৫টি (প্রতি শিক্ষার্থী ৩টি)
৮.	পেন্সিল কাটার	৫টি
৯.	ইরেজার	৫টি

গীতা শিক্ষার জন্য (২০০ টি কেন্দ্র) প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিবৎসর যে শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান করা হয় :

নং	উপকরণের নাম	প্রতিকেন্দ্রে
১.	হাজিরা বহি	১টি
২.	পরিদর্শন বহি	১টি
৩.	ভর্তি ফরম	২৫টি
৪.	সনদ পত্র	২৫টি
৫.	কলম	৭৮টি

গীতা শিক্ষার জন্য (২০০ টি কেন্দ্র) প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিবৎসর যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয় :

নং	উপকরণের নাম	প্রতিকেন্দ্রে
১.	পবিত্র গীতা	২৬ টি (১টি শিক্ষকের জন্য)
২.	অনুশীলন খাতা	২৫ টি

প্রকল্পের ব্যবহৃত বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের ছবি :

জেলা কার্যালয় থেকে শিক্ষা উপকরণসমূহ কেন্দ্রে পরিবহনের জন্য প্রত্যেক কেন্দ্র শিক্ষক প্রতি বৎসর =৬০০.০০ টাকা হারে পরিবহন খরচ পাবেন। সহকারী প্রকল্প পরিচালকের নিকট এ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে। উক্ত অর্থ সহকারী প্রকল্প পরিচালক শিক্ষকগণকে এসি পে/ক্রসড্ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবেন।

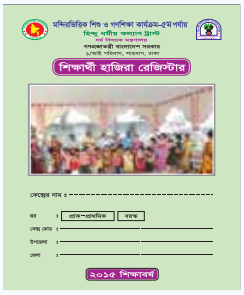

ছবি ঃ শিক্ষার্থী হাজিরা রেজিস্টার

ছবি ঃ কেন্দ্র পরিদর্শন বহি

ছবি ঃ পাঠদান বহি

ছবি ঃ অনুশীলন খাতা

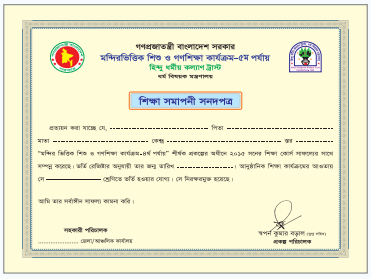

ছবি ঃ শিক্ষা সমাপনী সনদপত্র

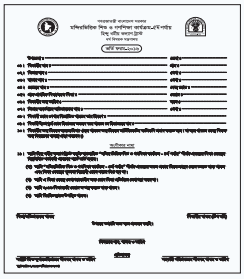
ছবি ঃ ভর্তি ফরম

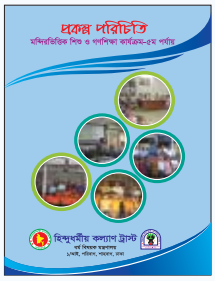

ছবি ঃ প্রকল্প পরিচিতি

বিভিন্ন দেয়াল পোস্টারের (০৮ টি) ছবি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ছবি ঃ ভগবান ও দেব দেবী

ছবি ঃ ইংরেজী বর্ণমালা

ছবি ঃ বাংলা বর্ণমালা

ছবি ঃ বাংলাদেশের পাখি

ছবি ঃ বাংলাদেশের জীবজন্তু

ছবি ঃ বাংলাদেশের মাছ

ছবি ঃ বাংলাদেশের শাক-সবজি

ছবি ঃ বাংলাদেশের ফলমূল

প্রশিক্ষণ : প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৫ম পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প দলিলের বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষনের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

কোর্সের নাম	পদবী	অংশগ্রহণকারীগণ
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর	৭৬ জন
	কম্পিউটার অপারেটর	৬৮ জন
	ফিল্ড সুপারভাইজার	৯১ জন
	কেন্দ্র শিক্ষক (জেলা কার্যালয়ে কর্মরত)	৬৪৫০ জন
নির্বাহী প্রশিক্ষণ (টি ও টি)	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ	প্রয়োজন অনুসারে
জাতীয় কর্মশালা (প্রধান কার্যালয়)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের (পরিকল্পনা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, এন.সি.টি.বি, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিশু একাডেমীর)প্রতিনিধি এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, সম্মানিত ট্রাস্টি ও প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।	০২ টি
জাতীয় কর্মশালা (জেলা কার্যালয়)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ	৬৪ টি
জাতীয় সম্মেলন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের (পরিকল্পনা কমিশন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, এন.সি.টি.বি, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিশু একাডেমীর) প্রতিনিধি এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, সম্মানিত ট্রাস্টি ও প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ	১ টি
কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর	৭৬ জন
	কম্পিউটার অপারেটর	৬৮ জন
	ফিল্ড সুপারভাইজার	৯১ জন

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণ :

প্রকল্প দলিলের বিধান অনুযায়ী কেন্দ্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে প্রতি জেলা কার্যালয় থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বৎসর প্রত্যেক জেলা থেকে ৫ জন শিক্ষক এবং ১০ জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরনের ব্যবস্থা করা হয়। জেলার সকল কেন্দ্র শিক্ষক, পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থী (অভিভাবকগণ সহ), গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরন করা হয়। পুরস্কার হিসেবে ৫ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে ১২০০/= টাকা করে এবং ১০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৬০০/= টাকা করে প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে।

প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে পরিদর্শন ও মনিটরিং :

সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব জেলার প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র মাসে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন করেন এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণ স্ব স্ব জেলার প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র মাসে কমপক্ষে দুইবার পরিদর্শন করেন।এ ছাড়া ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পরিকল্পনা কমিশন ,আই এম ই ডি ,হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট এবং প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয় । পরিদর্শকগণ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে কেন্দ্রে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, অনুপস্থিতির কারণ, এদেরকে শিক্ষা কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষকদের করণীয়, শিক্ষকের ত্রুটি-বিচ্যুতি, শিক্ষা উপকরনের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার, শিক্ষার মান, পাঠদান অগ্রগতি ও শিক্ষা কেন্দ্রের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট মন্তব্য/বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা পরিদর্শন বইতে লিপিবদ্ধ করেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন। প্রতি মাসে সহকারী পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণের পরিদর্শনের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি, জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয় । প্রতি তিন মাসে একবার কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির এবং প্রতি বছরে দুইবার জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের নির্দেশনা রয়েছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রকল্প প্রধান কার্যালয়ের তদারকী ও মনিটরিং কৌশল :

১. প্রকল্প কার্যক্রম ভিজিট/ আকস্মিক ভিজিট/ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত কাউন্সিলিং।

২. টেলিফোনিক কথোপকথন, ভিডিও বার্তা, শিক্ষা কেন্দ্রের মনিটরিং কমিটির সাথে আলাপ আলোচনা।

৩. জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট রিটার্ন পর্যালোচনা।

৪. স্থানীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, সম্মানিত ট্রাস্টি ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন।

৫. আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক জেলাভিত্তিক মূল্যায়ন।

৬. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন।

৭. বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিশেষে বলা যায়, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের একটি মূলমন্ত্র হচ্ছে দেশের হিন্দু অধ্যুষিত ,অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবণমান উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকীতে প্রকল্প দলিলে যে সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে, তার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রায় শতভাগ অর্জিত হচ্ছে। তাইতো প্রকল্পের ব্যাপ্তি আজ ২১ জেলা থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতেও মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবণমান উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম আলোকবর্তিতা হিসেবে কাজ করবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের স্লোগানসমূহ

১। শিক্ষা-ধর্ম-নৈতিকতা-মশিগশি প্রকল্পের সারকথা।
২। শিক্ষা, ধর্ম, সম্প্রীতি-মশিগশি প্রকল্পের মূলনীতি।
৩। নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত হবো-মানবতাবোধে জাগ্রত হবো।
৪। দিনবদলের বইছে হাওয়া-নৈতিক শিক্ষাই প্রথম চাওয়া।
৫। গীতা শিক্ষার সম্মাননা-অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রেরণা।
৬। গীতা শিক্ষার বিস্তৃতি-মানবতাবোধ আর সম্প্রীতি।
৭। গীতা শিক্ষার প্রসারতা-জাগ্রত মানবতাবোধ, নির্বাসিত ধর্মান্ধতা।

প্রকল্পের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পোষাকের নমুনা

প্রকল্পের ছেলে শিক্ষার্থীর নমুনা পোষাক

প্রকল্পের মেয়ে শিক্ষার্থীর নমুনা পোষাক

প্রকল্পের শিক্ষিকাদের শাড়ীর নমুনা পোষাক

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

জাতীয় কর্মশালার শিক্ষামেলা পরিদর্শন

আই.এম.ইডি কর্মকর্তা কর্তৃক ঢাকা জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

রাজশাহী জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

পিরোজপুর জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

মশিগশি প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্র শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের একাংশ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

প্রকল্পের নোয়াখালী জেলার শিক্ষাকেন্দ্র

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

নরসিংদী জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

রাজবাড়ি জেলার জেলা মনিটরিং সভা

রাজশাহী জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক ফরিদপুর জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫র্থ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি

জাতীয় কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী, এমপি, সচিব ও ট্রাস্টিবৃন্দ

৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রার এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্বপ্রামান্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের অসামান্য অর্জন উপলক্ষ্যে আনন্দ শোভাযাত্রা

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিতে প্রকল্প পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দের শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ

স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস হতে উত্তরণের শোভাযাত্রা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও প্রার্থনা সভা

শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির কেরানীগঞ্জ, ঢাকা পরিদর্শনে ট্রাস্টের সচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক

শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির রোহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে ট্রাস্টের সচিব ও উপ-প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলার একটি শিক্ষাকেন্দ্র

শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ

শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, কুন্ডা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।